নবীজননী

আমিনা বিনতে ওয়াহাব

ড. আয়েশা আবদুর রহমান বিনতে শাতি

AHSAN
PUBLICATION

অনুবাদ

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

দেলাওয়ার হোসাইন

নবপ্রকাশ

অনুবাদকের কথা

নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী যতটুকু পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে, প্রাচীন থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত সিরাত রচয়িতাগণ যে ধারাবর্ণনায় নবীজির জীবনী রচনা করেছেন, সেই জীবনীতে তাঁর মা আমিনা বিনতে ওয়াহাবের আলোচনা অনেকটা অনুল্লেখ্য বলা যায়।

নবীজীবনী পড়ার সময় বারবার অনুধাবন করেছি—নবীজি ছিলেন একজন সর্বাঙ্গীন মানবিক মানুষ। মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা ছিল বাঁধভাঙা, প্লাবনের ঢলের মতো ভালোবাসতেন তিনি মানুষকে। আমি যখন নবীজির সঙ্গে তাঁর স্ত্রীদের প্রেমময় সম্পর্কগুলো পড়ি, নারীর প্রতি তাঁর সম্মান-ভালোবাসা দেখি, শিশুদের তিনি কেমন করে আদর করতেন, ৬৩ বছরের এক অসম্ভব সুন্দর জীবনে তিনি একবারের জন্যও কাউকে গালি দেননি; এই কোমল হৃদয়ের মানুষটির কথা ভেবে চোখের কোণ ভিজে উঠে।

এই যে মানবিক একজন মানুষ, মানুষের ভালোবাসায় কাটত যাঁর দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্ত, সমগ্র পৃথিবীর জন্য যিনি ভালোবাসার বারতা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেই মানুষটির কি তার মায়ের কথা মনে পড়ত না? হঠাৎ কোনো রাতে ঘুম ভেঙে মায়ের জন্য কি তাঁর মন কেঁদে উঠত না? পৃথিবীতে আগমনের আগে হারিয়েছিলেন বাবাকে, মা যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বছর; মায়ের কোনো স্মৃতি কি তাঁর মনে পড়ত? ছোট্টবেলায় হাত বুলিয়ে দেয়া মায়ের আদরগুলো কি অনুভব করতে পারতেন? মায়ের চুমুর পরশ কি তখনও তাঁর গালে লেগে ছিল যখন উহুদ প্রান্তরে বর্শার আঘাতে গলগল করে রক্ত ঝরছিল মুখ দিয়ে?

মায়ের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রবণতা। আর আমাদের নবীজি তো ছিলেন ভালোবাসার আধার, তাঁর অন্তরে মায়ের স্মৃতি কেমন করে বেজে উঠত—আমরা কেবল সেটা অনুধাবনই করতে পারি। মায়ের জন্য তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা স্পর্শ করার সাধ্য আমাদের নেই।

নারীর প্রতি সামান্য অসম্মান নবীজির জীবনে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। নারীর অধিকার রক্ষায় তিনি প্রাচীন আরবীয় রীতি-নীতিকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আরব সমাজে প্রচলিত নারীর অবস্থান থেকে তাকে তুলে এনেছিলেন সত্যিকারের সহধর্মিণীরূপে। এই অনুভব তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর মায়ের পুণ্যস্মৃতি থেকে। মায়ের স্মৃতি তিনি একদিনের জন্যও ভুলতে পারেননি।

উম্মুর রাসুল মুহাম্মদ : আমিনা বিনতে ওয়াহাব বইটি রচনা করেছেন মিশরের প্রবাদপ্রতীম নারীলেখক ড. আয়েশা বিনতে আবদুর রহমান আশ-শাতি। নবীজননীকে যে ভালোবাসায় তিনি এঁকেছেন কাগজের অক্ষরে, এর আগে আর কেউ এভাবে অঙ্কিত করতে পারেনি তাঁর অবয়ব। হাদিস ও সিরাতের সূত্রে এক পরিপূর্ণ আমিনাকে তিনি তুলে এনেছেন পাঠকের দৃষ্টির আঙিনায়।

বইটি অনুবাদে আমাকে সর্বাঙ্গীন সহায়তা করেছেন তরুণ অনুবাদক মুফতি দেলাওয়ার হোসাইন। তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ভবিষ্যতে তাঁর যশস্বী হাত আরও তুখোড় হোক—এ কামনা করছি। পাঠক বইটি পড়ে নবীজননীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় মুগ্ধ হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

–সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর
ধামরাই, ঢাকা

AHSAN PUBLICATION

প্রকাশকের কথা

আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় জননী আমিনা বিনতে ওয়াহাবকে নিয়ে অনেক প্রাজ্ঞ লেখকই এ পর্যন্ত কলম ধরেছেন। তাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক গ্রন্থ, অনেক গ্রন্থে তিনি স্বমহিমায় জায়গা করে নিয়েছেন। কিন্তু গত শতাব্দীর অন্যতম মিশরীয় নারীলেখক আয়েশা বিনতে আবদুর রহমান আশ-শাতি যে ভালোবাসায় তাঁকে চিত্রিত করেছেন, তা এককথায় অসাধারণ। তাঁর মতো করে এত বৃহৎ ও গবেষণালব্ধ গ্রন্থ এর আগে আর রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

নবীজননীর জীবনালেখ্য সিরাতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। লেখক তাই সিন্ধু সেচে মুক্তো তোলার মতো করে ইতিহাসের নানা আস্তিন থেকে তুলে এনেছেন সেই টুকরো টুকরো অংশ। প্রতিটি টুকরোকে দালিলিক ভিত্তি দিয়ে নির্মাণ করেছেন আলোচিত গ্রন্থটি। ইতিহাসের ধারাবর্ণনায় তাতে ছেদ পড়েনি কোথাও। লেখকের মুন্সিয়ানায় হয়ে উঠেছে আর বাঙময়।

নন্দিত লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর-এর দ্বিতীয় অনূদিত গ্রন্থ এটি। মূলত সিরাত ও নবীজননীর প্রতি ভালোবাসাই তাঁকে গ্রন্থটি অনুবাদে উৎসাহী করে তুলেছিল। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তরুণ অনুবাদক দেলাওয়ার হোসাইন। আশা করি পাঠকমাত্রই অনুবাদকদ্বয়ের অনূদিত গ্রন্থপাঠে মুগ্ধ হবেন।

–আসাদুল্লাহ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নবপ্রকাশ

'আমি এমন কুরাইশি নারীর সন্তান যে কাদিদ*
আহার করে'
–*নবীজি মুহাম্মদ (সা.)*

AHSAN
PUBLICATION

**কাদিদ : টুকরো করে কেটে শুকানো হয়েছে এমন গোশত।*

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
জননীকুল সম্রাজ্ঞী
জীবনচরিত ও তার উৎস
নারীত্ব ও মাতৃত্ব
নবী জননীগণ
ইসমাইলজননী
মুসাজননী
ঈসাজননী

দ্বিতীয় অধ্যায়
উত্তরাধিকার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা
প্রাচীন গৃহ
বনু জোহরা

তৃতীয় অধ্যায়
জোহরা গোত্রের যুবতী
হাশেমি যুবক
শুভবিবাহ
শুভসংবাদ

চতুর্থ অধ্যায়
বিধবা নববধূ
বিচ্ছেদ
ইয়াসরিবের পথে দূত
অনিবার্য গায়েব

AHSAN PUBLICATION

প্রথম অধ্যায়
জননীকুল সম্রাজ্ঞী

জীবনচরিত ও তার উৎস

আমি সাইয়িদা আমিনার জীবনচরিত আলোচনার শুভসূচনা করছি। আমি ভালোভাবেই জানি, এই জন্মদাত্রী মায়ের ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা ও উৎস পর্যাপ্ত নয়। তবে আমি ধরে নিয়েছি, আমি আলোচনা করছি মহান নবীর জন্মদাতা মাকে নিয়ে, যিনি তাঁর জীবনের আলেখ্যে স্বজাতির অভিজাত ও স্বগোত্রের মধ্যমণি ছিলেন। এ জন্য আমি তাঁর বৈশিষ্ট্যসূচক মুখাবয়ব খুঁজেছি তাঁর মহান সন্তানের চেহারায়, যে সন্তানকে তাঁর জঠর আশ্রয় দিয়েছিল। তাঁর রক্ত যাঁর অন্ন হয়েছিল। তাঁর জীবনের সঙ্গে যাঁর জীবন মিশে আছে। 'মুহাম্মদ' হলো আমিনার রেখে যাওয়া সেই মহান নিদর্শন। তাই আশ্চর্যের কিছু নেই যে আমি এ নিদর্শনের আলোতে আমিনাকে দেখতে পাব এবং আমিনা সম্পর্কে আমার উপলব্ধি তাঁর মহান সন্তানের জীবনচরিতের ব্যাপারে আমার কল্পনাকে প্রকাশ করবে।

ওয়াহাবকন্যা আমিনা সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর ছেলের ব্যক্তিত্বকে গুরুত্বপূর্ণ উৎসরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। যে উৎস দ্বারা আমরা আমিনাকে চিনতে চেষ্টা করব। কেননা আমিনা তাঁর সন্তানের মধ্যে নিজের পরিষ্কার ছাপ রেখে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সন্তানের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পবিত্র রক্ত, যা তাঁরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম নিজেদের পৃষ্ঠদেশে বহন করে এসেছেন। আমিনা তাঁর সন্তানের কাছে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন বংশক্রমধারায় প্রথম শিকড়ের বৈশিষ্ট্যাবলি, যে বংশের দিকে সম্পৃক্ত হয়ে মুহাম্মদ সম্মানিত হয়েছেন। নবীজি বলেন, আল্লাহ তাঁকে কেনানা থেকে বেছে নিয়েছেন। কেনানাকে বেছে নিয়েছেন কুরাইশ থেকে; আর কুরাইশকে নির্বাচিত করেছেন গোটা আরব বিশ্ব থেকে। অতএব, তিনি শ্রেষ্ঠদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

তিনি আরও বলেছেন, 'আমি সুলাইম গোত্রের সম্ভ্রান্ত আতিকা নামের নারীদের সন্তান।'

আমিনার জীবনচরিতের উৎস-সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের কথা হচ্ছে, তাঁর বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের ইতিহাস যথাযথভাবে সুসংরক্ষিত নেই। এখন আমাদের জন্য জানাও সম্ভব নয় সেই পরিবেশের বৈশিষ্ট্য, যে পরিবেশে আমিনা লালিত-পালিত হয়েছিলেন। স্বজাতির কাছে তাঁর নারীজীবন ও মাতৃত্ব কেমন ছিল, সেটাও বলা সম্ভব নয় এবং নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায় না উৎসসমূহ সম্পর্কে মূলের সমন্বয় ও বংশগতির স্বল্পতার দরুন।

এসব কারণে আমিনাকে তাঁর দুনিয়া কীভাবে চিনেছে এবং তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাঁর উত্তরাধিকার ও তাঁর পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁর ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণ প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। কেননা আমিনা এমন এক পরিবার ও বংশের দান, যাদের রক্তকণিকায় প্রাচীন মূল বংশের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। আর তাঁকে বিকশিত করেছে এমন সকল উপাদান, যার বিশেষ স্বভাব বৈশিষ্ট্য তিনি রেখে গিয়েছেন সময় ও স্থানের চারপাশে। এ কারণে একজন গবেষক পাঠক অনুসন্ধান করতে পারেন আমিনার সম্প্রসারিত মূল শিকড়কে তাঁর জন্মদাতাগণ ও তাঁর পরিবারের রক্তকণিকায়। তাঁর মুখাবয়ব ও স্বভাব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে সেখানে, যে বায়ুমণ্ডলে তিনি শ্বাস নিয়েছেন এবং যে পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছেন।

কিছু লোক যা ধারণা করেন সে ধারণার অধিকাংশ বিষয়ের যদি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা থাকে, তাহলে তা হবে অপ্রত্যাশিত, অতিপ্রাকৃত বিষয় ও আশ্চর্য বিস্ময়কর। সম্মানিত নবীজননীরা নবীগণের মানুষ হওয়া নিশ্চিত করেছেন রিসালাতের উৎস থেকে এবং সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে। নবীজি কামনা করতেন না তাঁর মা মানবজাতির ঊর্ধ্বে আরোহণ করুন বা তাঁর মায়ের প্রতি এমন বিশেষণ সম্পৃক্ত করা হোক, যা তাঁকে আলাদা করে দেবে আল্লাহর চিরাচরিত সৃষ্টিধারা থেকে, যে ধারায় তিনি মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন। অথবা তাঁর ব্যক্তিত্বকে এমন রঙে রাঙানো হোক, যা তাঁর সন্তানকে করে দেবে এক আশ্চর্য বস্তু, যাকে কোনো মানব জন্ম দিতে পারে না, কোনো শিকড় তাঁকে সম্প্রসারিত করে না, কোনো বংশ তাঁকে নিজ বলয়ে স্থান দিতে সক্ষম নয় এবং কোনো পরিবার তাঁকে বেড়ে ওঠার সুযোগদানের ক্ষমতা রাখে না।

অধিকন্তু আমি যখন আমিনার মূল শিকড়সমূহ অনুসন্ধানে ব্রত হলাম এবং তাঁর দুনিয়ার জীবনচরিত্রের স্পষ্ট ঝলক খুঁজতে লাগলাম, তখন পেয়ে গেলাম তাঁর বংশগতিধারা ও পরিবারের ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণ নিশ্চিত জ্ঞান, অন্যান্য

নিদর্শনাবলির ভিড়ে যে নিদর্শনাবলি নিশ্চিত জ্ঞান নয় বা এ শ্রেণিরও নয়। এগুলো এমন জ্ঞান, অধিকাংশ গবেষক যা উপেক্ষা করে চলতে চান। কেননা তাঁরা মনে করেন, এতে রয়েছে ধারণাপ্রসূত হওয়ার ছাপ এবং বানোয়াট হওয়ার ছায়া। তবে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন না, এসব সূত্রের সামষ্টিক প্রমাণের ওপর—যা মিথ্যা হতে পারে না; যা একজন গবেষককে এমন আলোকবর্তিকা দান করে, যার আলোয় বস্তুগত ইতিহাসের পেছনের দিকটা প্রকাশিত হয়ে যায় এবং ইতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে সমাজের প্রকৃতি বুঝতে পরিপূরক হয়। এসব প্রাচীন নিদর্শনাবলি যাঁরা আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন, তাঁরা সাইয়িদা আমিনার মাঝে একজন নবীজননীর নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন। অতঃপর আমিনা সম্পর্কে তাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের নির্দেশে এবং তাঁদের নিরাপদ ভাবাবেগের আলোকে। এতে তাঁরা মিথ্যা-বানোয়াট কিছু বলেননি এবং তাঁরা প্রতারণা বা খেয়ানতও করেননি।

অন্যান্য জ্ঞানী গবেষকদের এর বিপরীত বলার অধিকার আছে। তাঁদের পদ্ধতিগত পাঠই তাঁদের এতে অনুমতি দেয়। যারা আবেগের দুনিয়ার পেছনে অন্তর্জগৎ থেকে দূরে এবং ভালোবাসা ও বিশ্বাসের দিগন্ত থেকে নিচে বাস করে, যারা জ্ঞান ও বাস্তবতা সামনে রেখে কথা বলে, তাদের কথায়ও দোষ নেই। আবার যারা বিশ্বাস ও অনুরাগের ভাষায় কথা বলে, তাদের কথায়ও কোনো আপত্তি নেই। এভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞান পাশাপাশি চলে। বাস্তবতাকে অস্বীকার করে না, সঠিক বিষয়ে হতবুদ্ধির পরিচয় দেয় না এবং জ্ঞান-গবেষণাকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্তও করা যায় না। অতএব, একজন গবেষক যখন আমিনা সম্পর্কে তাঁর বংশ-পরিবার, তাঁর বংশের মূল ও শাখার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কথা বলবেন, তিনি সত্যাশ্রয়ী সত্যবাদী বলে বিবেচিত হবেন।

অন্যদিকে তাঁর ব্যাপারে গভীর ভালোবাসা পোষণকারী বিশ্বাসী ব্যক্তি যখন ভাবাবেগের ভাষায় তাঁর মহত্ত্বের স্বীকৃতি দিয়ে নিজের মনের ক্যানভাসে আঁকা আমিনার চিত্র ফুটিয়ে তুলে নিজের তুলাদণ্ডে আমিনাকে পরিমাপ করেন এবং নিজ অন্তরে আমিনার রত্নতুল্য অবস্থার প্রকাশ করেন—তিনিও অনুরূপ সত্যবাদী সত্যাশ্রয়ী। এটা ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অবজ্ঞা নয়। কেননা এই ব্যক্তি এ বাস্তবতার অনুসারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি তো হৃদয়জগৎ সম্পর্কে এবং নিজের ভাবাবেগের দুনিয়া সম্পর্কে কথা বলছেন। তিনি চোখ-ধাঁধানো মহত্ত্বের মুখপাত্র। তিনি বীরত্বের ভালোবাসায় বিভোর। তিনি সৌন্দর্যের আকর্ষণ অনুভব করছেন, যা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দেখতে পায়। তাঁর মহিমা

অবলোকন করছেন, যা তাঁর অনুভূতিতে কাঁপন জাগায়। এটা তাঁর নিজস্ব দুনিয়া। স্বজাতি ছাড়া কেউ তাঁর সঙ্গে এ জগতের অংশীদার নয়। কারও জন্য সহজও নয় তাঁর আলোকিত ভাবাবেগের জগতের দিগন্তে বিচরণ করা, তা যতই প্রশস্ত ও ব্যাপ্তিময় হোক অথবা দূরে থাকুক।

আমার ধারণা, এসব আলোচনা দ্বারা আমি সে পটভূমি প্রস্তুত করতে পেরেছি, যা বোঝানোর জন্য আমি এ আলোচনার অবতারণা করেছি। অর্থাৎ সাইয়িদা আমিনার জীবনের ব্যাপারে আমার পরিপূর্ণ চেষ্টা। তাঁর জীবনচরিতের ব্যাপারে আমি শুধু প্রমাণিত ঐতিহাসিক সংবাদের ওপর ক্ষ্যান্ত থাকিনি, বরং এর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বর্ণনাকে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছি, যা একজন পাঠক জ্ঞানের নজরে পাঠ করে তৃপ্ত হন অথবা একজন ঐতিহাসিক যাচাইয়ের কানে শুনে বিশ্বাস সুদৃঢ় করেন।

যে জ্ঞানীব্যক্তি প্রমাণিত ইতিহাস নিয়ে পড়ে থাকেন, তাঁর বাস্তবজগৎ তাঁকে ভুলিয়ে দেয় অন্য লোকদের ভিন্ন ভিন্ন জগৎ সম্পর্কে। যে লোকেরা নবীজননীর ব্যক্তিত্বকে কল্পনা করেছেন তাঁদের প্রেমিকহৃদয়ের ইচ্ছা দ্বারা, তাঁদের অনুপ্রেরণামূলক অন্তর্দৃষ্টি, আধ্যাত্মিক চিন্তা-বিবেচনার ক্ষেত্রে তাঁরা নিজস্ব চিত্র এঁকেছেন। অতঃপর তাঁরা আমাদের কাছে এসব কিছুর মাধ্যমে তাঁদের অন্তরে চিত্রিত আমিনার প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা আমাদের মাঝে পেশ করেছেন আবেগীয় ব্যাখ্যা তাঁদের বোধ ও প্রত্যক্ষদর্শন অনুযায়ী যা জীবনের জন্য প্রযোজ্য।

যে গবেষক নিজের পূর্ণ জীবন সুনিশ্চিত জ্ঞানের পেছনে ব্যয় করেছেন, আমি মনে করি না তিনি আমিনার ব্যক্তিত্বকে এসব কিছু থেকে আলাদা করতে পারবেন। তিনি নিজে অথবা কোনো মানুষ আমিনাকে যথার্থ বুঝতে পারবে না আমিনার সমকালীন ব্যক্তিরা কীভাবে আমিনাকে দেখেছেন, তা উপলব্ধি করা ছাড়া। কীভাবে পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা আমিনাকে কল্পনা করেছেন, অতঃপর কীভাবে আমিনার চিত্র যুগ-যুগান্তর, কাল-কালান্তর, প্রজন্ম-প্রজন্মান্তর ধরে মানুষের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে এসেছে।

আমিনার স্ত্রীসুলভ জীবন, তাঁর গর্ভকাল, প্রসবকাল, তাঁর মাতৃত্ব—এসব বিষয়ের তথ্য ঐতিহাসিকদের সামনে এই জননীর জীবনকে তুলে ধরবে তাঁর প্রজন্মের কাছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের ধারণায়—আমিনা কেমন ছিলেন।

অথচ কিছু কিছু হাদিসবিশারদ এসব তথ্যকে প্রাচীন অলীক কল্পকাহিনি মনে করেন। এ চিত্র দ্বারা একজন ঐতিহাসিক তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে মানুষের ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন এবং সাধারণ মানুষ আমিনা সম্পর্কে ব্যক্তিগত